REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হইতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ।০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 6th November 1940 | ২৪শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৸০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	১৭ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)		১ „ ৯৭ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ বংশাল রোড, নবাবপুর ঢাকা, সরারগঞ্জ, মজফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২০শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

ধান্যের অবস্থা

এই মহকুমার রাঢ় অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের ধান্য জলাভাবে শুকাইয়া গিয়াছে। এবারে ধান্য রোপণ বিলম্বে হইয়াছিল তারপর সুবৃষ্টি না হওয়ায় সেচের জলে কোন প্রকারে রোপিত ধান সজীব ছিল; বর্ত্তমানে পুকুরগুলি জলশূন্য হইয়াছে; এখন সকলে নিরুপায় হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাধারণ মোটা চাউল টাকায় নয় সের বিক্রয় হইতেছে। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

ম্যালেরিয়া

এ বৎসর এতদঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাগড়ীর লোকদের পাটের দর না থাকায় অর্থাভাব হইয়াছে এবং রাঢ়ের লোকে ধান্যের অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়াছে। সাধারণ লোকের ঔষধ পথ্যাদি যোগাড় করা সুকঠিন হইয়াছে।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী বিল

বাঙ্গালা পরিষদের গত অধিবেশনে গৃহীত দোকান কর্ম্মচারী বিল গভর্ণরের সম্মতি লাভ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই আইনে দোকানগুলি সপ্তাহে দেড় দিন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখার এবং দোকান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও রঙ্গালয়ের কর্ম্মচারীদিগের দেড় দিন ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যহ রাত্রি ৮ টায় দোকান বন্ধ করিতে হইবে। কর্ম্মচারিগণ প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিবে এবং ৭ ঘণ্টা কাজ করার পর তাহারা এক ঘণ্টা করিয়া বিশ্রাম এবং ৫ ঘণ্টা কাজ করার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য পাইবে। কর্ম্মচারীদিগকে মাসের দশ তারিখের মধ্যে বেতন এবং দশ দিন অর্দ্ধ বেতনে ছুটি দিতে হইবে। এই আইন সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটিতে প্রযোজ্য হইবে।

বাজী তৈয়ারীতে বিপত্তি

দীপালী উৎসব উপলক্ষে বাজী নির্ম্মাণের সময় পাটনার ওয়াটার টাওয়ার কোয়ার্টার্সের নিকট এক বিস্ফোরণের ফলে দুইজন বিশেষ জখম হইয়াছে। দুই জনকেই পাটনা জেনারল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মাটীর নীচে সাধু

হিমালয় হৃষিকেশের একজন সাধু গয়ায় মাটীর নীচে ১৪ ঘণ্টাকাল থাকিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। সাধুর নাম—বাবা রামলক্ষ্মণ দাস। তিনি শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় মাটীর নীচে প্রবেশ করেন; পরদিন প্রাতে ৮ টার সময় তাঁহাকে মাটীর নীচে হইতে বাহির করা হয়। ১৪ ঘণ্টা কাল মাটীর নীচে থাকিলেও তাঁহার শারীরিক কোন ক্ষতি হয় নাই। ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য রায় বাহাদুর কাশীনাথ সিংহের বাটীর প্রাঙ্গনে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তথায় মাটী চাপা দেওয়া হইয়াছিল।

পরলোকে ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁহার কলেজ রোর বাড়ীতে হঠাৎ রক্তের চাপে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

গোয়ালিনীর লক্ষ টাকা দান

সাহাবাদ জেলার বারহারা থানার অধীন মটুকপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী মণিচাপড়া গ্রামের অধিবাসিনী মুসাম্মৎ রেওয়ালী গোয়ালিনী এক্ষণে কলিকাতায় থাকিয়া দুধের কারবার করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি জনহিতকর কার্য্যের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তন্মধ্যে ৪৬০০০৲ টাকা ব্যয়ে তাঁহার স্বগ্রামে একটী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ছিল। জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল গৃহ এবং কোয়ার্টার্সগুলির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গৃহ নির্ম্মাণছাড়া, ঔষধপত্র উক্ত টাকা দ্বারা কেনা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, হাসপাতালটি পরিচালনার্থ জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইয়াছে এবং গত ২৭শে অক্টোবর বিহার গভর্ণমেণ্টের অর্থ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ যথারীতি উহার উদ্বোধন করিয়াছেন।

ট্রাম-বাস সংঘর্ষ

গত ২৫শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রাতে কালীঘাট পার্কের নিকট একখানি বাস ও একখানি ট্রাম গাড়ীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে বাসের চালক এবং তিনজন আরোহী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বাস চালক তেজ সিংকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে; অপর তিনজনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে ট্রাম লাইন অতিক্রম করিয়া কালীঘাট বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে যাইবার সময় বাসখানি চলন্ত ট্রামের উপর গিয়া পড়ে এবং উল্টাইয়া যায়। বাসখানি একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। ট্রাম গাড়ীখানিরও প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভবানীপুর পুলীশ ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

যুবক যুবতীর মৃতদেহ

গত ২৩শে অক্টোবর বুধবার সকালে উত্তর কলিকাতার কাশী মিত্র ঘাটের নিকট একটী যুবক ও একটী অবিবাহিতা বালিকার মৃতদেহ গঙ্গায় পাশাপাশি ভাসিতে দেখা যায়। যুবকটীর বাম হাত বালিকাটীর ডান হাতের সঙ্গে একখানি জাপানী শিল্কের রুমাল দ্বারা বাঁধা ছিল। মেয়েটির হাতে চুড়ী ও কাণে দুল ছিল। ইহা পরামর্শ-ক্রমে আত্মহত্যা বলিয়া মনে হয়। গোলাবাড়ী হাইড্রলিক জুটপ্রেস জেটীর নিকটস্থ শিকলের সহিত মৃতদেহ দুইটী আটকাইয়া যায়। উভয়কে তীরে উঠান হইলে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য গঙ্গাতীরে লোকের ভীড় জমিয়াছিল। মৃতদেহ দুইটী মর্গে পাঠান হইয়াছে এবং সেখানে তাহাদিগকে সনাক্ত করা হইয়াছে। যুবকটির নাম জীবনকৃষ্ণ ঘোষ, পিতার নাম শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ; উল্টাডিঙ্গি ৩নং চন্দ্রমোহন শুর লেনে তিনি থাকেন। জীবন উল্টাডিঙ্গি হাই স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র ছিল। গত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফেল হয়, এ বৎসর আবার পরীক্ষার জন্য সে প্রস্তুত হইতেছিল। বালিকাটির নাম কুমারী মণিকা পাল, বয়স ১৫ বৎসর। তাহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল। তিনি ৪৭নং উল্টাডিঙ্গি মেন রোডে থাকেন। সোমবার রাত্রি হইতে যুবকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। মঙ্গলবার রাত্রি ৯ টায় সময় বালিকাটি শুইতে যায়। বুধবার ভোর হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। মণিকার ভাই উল্টাডিঙ্গি হাই স্কুলে জীবনের সহপাঠী ছিল। মর্গে সে উভয়ের মৃতদেহ সনাক্ত করে।

কুকুরের বিস্ময়কর আচরণ

রাঁচী হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দিয়াছেন—এখান হইতে একশত মাইল দূরবর্ত্তী ডারকামা নামক জঙ্গলী গ্রামে একটি কুকুর উহার নিহত প্রভুর মৃতদেহ তিন দিন পর্য্যন্ত আগলাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গোপাল সাঁই নামক একজন সরকারী ফরেষ্ট গার্ড নিষিদ্ধ এলাকায় যাহাতে কেহ পশু শিকার না করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে জঙ্গলের মধ্যে টহল দিতেছিল। একটি বন্দুকের গুলিতে সে নিহত হয় এবং তাহার মৃতদেহ গভীর বনের মধ্যে একটী টিলার উপর তিনফুট চওড়া একটী ফাটলের মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয়। ঘটনার তিনদিন পরে কয়েকজন বুনো রমণী জঙ্গলের মধ্যে শুষ্ক ফল আহরণ করিতে গিয়া কুকুরটিকে অদ্ভুতভাবে চীৎকার করিতে শুনে। তাহাদের মধ্যে দুইজন সাহসে ভর করিয়া কুকুরটীর দিকে আগাইয়া যায়, কিন্তু তাহার নিকট গলিত শব দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া আসে। পরে এই কথা পুলীশকে জানান হইলে তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গলিত শবের অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহটি উক্ত ফরেষ্ট-গার্ডের বলিয়া সনাক্ত করে।

বরিশালে হত্যাকাণ্ড

বরিশাল হইতে এক ব্যক্তি জানাইয়াছেন,—বাউকাঠি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, বি-টি ক্ষিপ্ত হইয়া একখানি কুঠার দ্বারা তাঁহার স্ত্রী ও সপ্তদশ বর্ষীয়া কন্যাকে খুন করিয়াছেন। খুড়ী, ভাইয়ের মেয়ে ও তাহার শিশু সন্তানটিকে তিনি আক্রমণ

করিয়াছিলেন। গ্রী আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান, বড় কন্যাটির পরে মৃত্যু হয়। আহত অপর তিনজন শঙ্কাজনক অবস্থায় সদর হাসপাতালে আছে। মৃতদ্বয়কে শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর রাত্রিতে ঝালকাটি থানার রণমতি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছে।

বিসর্জ্জন সন্ধ্যায়

কা'ল ছিল আলোক উৎসব কত আনন্দের মেলা
শত সজ্জা পরিপূর্ণ মধুর মণ্ডপ,
কত বন্ধু সমাগম, কত প্রেম, কত প্রীতি, খেলা
তারি মাঝে চলেছিল মহামহোৎসব।

ওরে, ওরে, বাজিল বাজনা কত, আরতির বাঁশী
'জয় জয়' ভীমনাদ বেশ জাগে মনে,
হাজার বাতির তলে ওই নৃত্য ওই তান, হাসি
সবই জাগিছে মনে ধীর সন্ধ্যাক্ষণে।

আজ কিছু নাই আর, বিসর্জ্জন, আঁধার এ গেহ
কি যেন বিষাদমাখা সকলের মন,
কা'ল যেথা এত আলো! আজ অন্ধকার!
ভাব যদি কেহ,
—এই মত আমাদের ক্ষণিক জীবন।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়।

ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষীদের কতিপয় শিক্ষনীয় বিষয়

বাঙলা দেশে ফসলের কতিপয় ছাতা ধরা রোগ

ধান।—(১) রোয়া ধান গাছ হেলমিনথো স্পোরিয়ম নামক এক প্রকার ছাতা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হইলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। গাছ আক্রান্ত হইলে পাতার উপর হলদে রঙের দাগগুলিও বাড়িতে থাকে এবং পরে কাল ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। ধানের শীষের উপরেও এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত বেশী হইলে গাছটী শুকাইয়া যায়।

প্রতিকারের প্রধান উপায় এই যে, রোগমুক্ত গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। গাছ সামান্য আক্রান্ত হইলে চিন্তার কোন কারণ নাই, কিন্তু রোগ বেশী হইলে রোগাক্রান্ত গাছগুলি প্রথম অবস্থা হইতেই তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত, যাহাতে রোগ সংক্রামকভাবে ছড়াইয়া না পড়ে।

পাট।—(২) শিকড় পচা রোগ।—গ্রীষ্মকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং গাছগুলি শুকাইয়া মরিতে থাকে। এই রোগ পাটের মূলেই জন্মে, তৎপর ডাঁটার স্থানে একটা সবুজ বর্ণের আবরণ পড়ে এবং তাহাতেই ছোট ছোট গুটিকা জন্মে। এই গুটিকার মধ্যস্থিত জীবাণুই পাটের অংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা একটী মূলজ ব্যাধি।

আক।—(৩) আকের ধসা ধরা রোগ।—এক প্রকার উদ্ভিদাণুই এই রোগের কারণ এবং আক গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাতে আগার পাতা শুকাইতে থাকে, তখন আকগাছটী কাটিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে ভিতরটী লালচে হইয়া গিয়াছে। রোগাক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকেই প্রথমতঃ ডোরা ডোরা লাল দাগ পড়ে এবং ক্রমশঃ ইহা ছড়াইয়া গাছটী মারিয়া ফেলে। মরা গাছের মজ্জা ফাঁপা হয় এবং উহার ভিতর সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগবীজাণুতে ভরা থাকে।

প্রতিকারোপায়।—(১) লালচে পলি (বীজ আক) কখনও ক্ষেতে লাগাইবে না। (২) রোগাক্রান্ত গাছগুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে; নতুবা ইহা সকল ক্ষেতেই ছড়াইয়া পড়িবে। (৩) ক্ষেতে ভাল জল নিকাশের বন্দোবস্ত রাখা দরকার।

পান গাছ।—(৪) পাবে মরা রোগ।—বর্ষাকালে পান গাছ আক্রমণ করে। মাটি হইতে ১ ইঞ্চি পরিমাণ উপরে অথবা নীচে লতার গায়ে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ লাল দাগ পড়ে ও ঐ সকল স্থানের ভিতরের গ্রন্থি বিবর্ণ হয়, এবং লতা ও শিকড় পচিয়া দুর্গন্ধ হয়। কোন কোন স্থানে এই রোগ মাটির ১-২ ফুট উপরে লতাও আক্রমণ করে। প্রথমতঃ নীচের পাতার গায়ে ফোস্কার মত দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনুকূল অবস্থা হইলে উহা বোঁটার ভিতর দিয়া লতায় ব্যাপৃত হয়।

জল নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে রোগ সহজে জন্মে। মাটি হইতে লতার ২ ফুট পরিমাণ উপর পর্য্যন্ত পিচকারির দ্বারা বোর্দ্দো মিক্‌শ্চার ছিটাইয়া দিলে রোগ নিবারিত হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া ঔষধ ছিটাইতে হইবে।

বিস্তৃত বিবরণ।—বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯২৬ সনের ৩নং বুলেটিন (১৯৩৪ সনে পরিবর্ত্তিত) দ্রষ্টব্য।

ধানের কয়েকটি অনিষ্টকারী পোকা

ধানের লেদা পোকা।—এই প্রকার প্রজাপতি ধানের পাতায় ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া বাহির হইয়া ধানের কচি পাতা খাইতে থাকে। কখন কখন ইহারা দলে দলে আসিয়া ধানের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক কীড়া ধূসর ও হলুদে রংয়ের হয়। গায়ের পাশে লাল ও হলুদে রংয়ের রেখা আছে।

প্রতিকার।—(১) ক্ষেতে জল থাকিলে প্রতি একরে (তিন বিঘায়) ৪।৫ সের পরিমাণ কেরোসীন তৈল জায়গায় জায়গায় ঢালিয়া দিয়া একটী মোটা দড়ী কিম্বা বাঁশ টানিলে পোকাগুলি কেরোসিন মিশ্রিত জলে পড়িয়া মরিবে।

(২) ক্ষেতে দলে দলে হাঁস ছাড়িয়া দিলে উহারা পোকাগুলি ধরিয়া খাইবে।

(৩) যেখানে সাদা বক দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ক্ষেতের আইলে সুবিধামত গরু বাঁধিয়া রাখিলে এই বকগুলি তথায় আকৃষ্ট হইয়া পোকা ধরিয়া খাইবে।

ধানের মাজরা পোকা।—এই পোকার স্ত্রী প্রজাপতি সাধারণতঃ ধানের পাতার নিম্নদিকে গাদা করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া ফুটিয়া গাছে ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও মাজের পাতা শুকাইয়া যায়। সাধারণতঃ একটী গাছে একটি কীড়া প্রবেশ করিয়া থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতির উপরের দুই পাখায় দুইটী কালো ফোঁটা থাকে।

প্রতিকার।—(১) প্রজাপতিগুলি আলোতে আকৃষ্ট হয়। আলোর ফাঁদে অধিক সংখ্যক মারিতে পারা যায়। একটি গামলায় জল ও অল্প কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহার উপর একটী হারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইয়া অন্ধকার রাত্রিতে জ্বালাইয়া রাখিলে অনেক পতঙ্গ ইহাতে পড়িয়া মরিবে। যত উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

পামরী পোকা।—ইহা পাকলী, সালকী, লোহাজুরী, মরিচ পোকা ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এই পোকা ছোট ও কাল। গায় ছোট ছোট কাঁটা আছে। ইহা ধানের পাতার পর্দ্দার ভিতর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া বাহির হইয়া পাতার ভিতর খাইতে থাকে। পাতার রং সাদা হইয়া শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) আক্রান্ত, ধানের সাদা পাতাগুলি কাটিয়া গরুকে খাইয়াইয়া ফেলা বা পোড়াইয়া ফেলা।

(২) যখন ক্ষেতে দুই একটী পোকা দেখা যায়, তৎক্ষণাৎ হাত জাল দিয়া ধরিয়া মারিয়া ফেলা উচিত।

নলী পোকা বা লাউরে পোকা।—কখন কখন দেখা যায় যে, ধান ক্ষেতে জল দাঁড়াইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা ধানের পাতার নল জলে ভাসিতেছে। কিম্বা পাতার উপর এই নল ঝুলিতেছে। নলী পোকা ধানের পাতা কাটিয়া মুখের লালা দিয়া বাঁধিয়া এই নল তৈয়ার করে। নলের ভিতর থাকিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে ধানের পাতা খাইয়া ঝাঁঝরার মত করিয়া দেয়। সময় সময় এই নলী জলে ভাসিয়া অন্য গাছে উঠে ও এইরূপ খাইতে থাকে। নলীটি শুকাইয়া গেলে আবার নূতন নলী তৈয়ার করে।

প্রতিকার।—(১) অল্প জায়গায় হইলে কাপড় দিয়া ছাকিয়া পোড়াইয়া দিলেই হয়।

(২) যদি সম্ভব হয় ক্ষেতের জল ছাড়িয়া দিলে উপকার হয়।

(৩) ক্ষেতে জল থাকিলে জায়গায় জায়গায় কেরোসিন তৈল ঢালিয়া একটী বাঁশ অথবা দড়ি দিয়া টানিলে পোকাগুলি জলে পড়িয়া মরিয়া যাইবে।

বাংলার কথা

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৪০।

৬৭৫ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দীং দেং বসন্তকুমার দাস দীং দাবি ১০২।৶১ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাচুনপাড়া ৪-৮৩ শতকের কাত ৩৪।৵০ আঃ ১০০৲ থং ১৮৮

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৩ই নভেম্বর ১৯৪০।

৭১৯ থাং ডিঃ সেবাইত গুরুচরণ সিংহ দেং জামির সেখ দীং দাবি ৩০।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নওদাটুলি ২-২৫ শতকের কাত ৪৵৩ আঃ ২০৲ রায়ত মোকররী

৭২৯ থাং ডিঃ পশুপতি চন্দ্র দেং মাসুম সেখ দীং দাবি ৪০৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ২-৪৩ শতকের কাত ৬৸৵৩ আঃ ২৫৲ রায়ত স্থিতিবান

৬৪৩ থাং ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সিংহ চৌধুরী দিং দেং শশধর দাস দিং দাবি ২৭৸৵৬ থানা সুতী মৌজে কদমতলা ১-১৮ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১৮৲ থং ১২২

৬৪৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫৬।৵৬ থানা ঐ মৌজে একাটিয়া ও কাহলা ৫ একরের কাত ৭৸৵১০ আঃ ৪০৲ থং ৯২৭ ও ১৩৪

৬৪৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১।৩ থানা ঐ মৌজে কদমতলা ও একাটিয়া ১-২৯ শতকের কাত ১৸৵১৫৸ আঃ ১২৲ থং ১৩৯ ও ১৩০

৬৪৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৯।৩ থানা ঐ মৌজে কদমতলা ১-৮৪ শতকের কাত ৩৵১৮ আঃ ২০৲ থং ১২৭

৬৪৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮।৵৬ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ১॥৵১। আঃ ১০৲ থং ১২৮

৬৪৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২২৸৵৯ থানা ঐ মৌজে মহেশাইল ১-৫৪ শতকের কাত ২।৭ গণ্ডা আঃ ১৫৲ থং ৯০০

৬৪৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪।৩ থানা ঐ মৌজে গাজিপুর ১-১৬ শতকের কাত ২।৵৯ আঃ ১৫৲ থং ১৮১

৬৫০ ডিঃ ঐ দেং কৃষ্ণলাল দাস দাবি ২৭৸৩ মৌজাদি ঐ ১২ শতকের কাত ৩৲১২॥ আঃ ১৬৲ থং ২৫১ অধীনস্থ থং ২৫২

৬৫১ থাং ডিঃ ঐ দেং ইসব মোমিন দিং দাবি ২৬৸৬ থানা ঐ মৌজে শঙ্করপুর ৬৩ শতকের কাত ২॥৪ আঃ ১৫৲ থং ৫১

৬৫২ থাং ঐ দেং রমণচন্দ্র দাস দাবি ১২৸৩ থানা ঐ মৌজে মহেশাইল ৪০ শতকের কাত ৸৵০ আঃ ৫৲ থং ৮৬৩

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার)।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

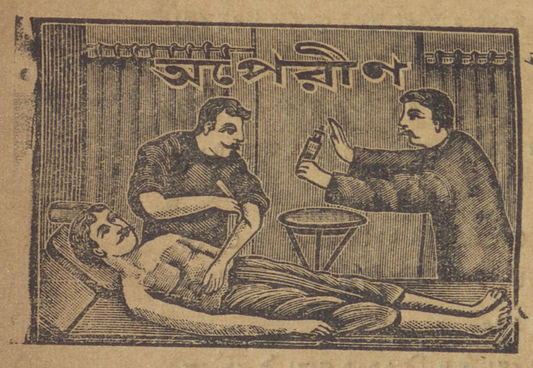

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র **অপেরীণ** ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১৷৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন ঃ—**ভাইট্যালী**—{ বহুবিধ রোগনাশক / জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১৷৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

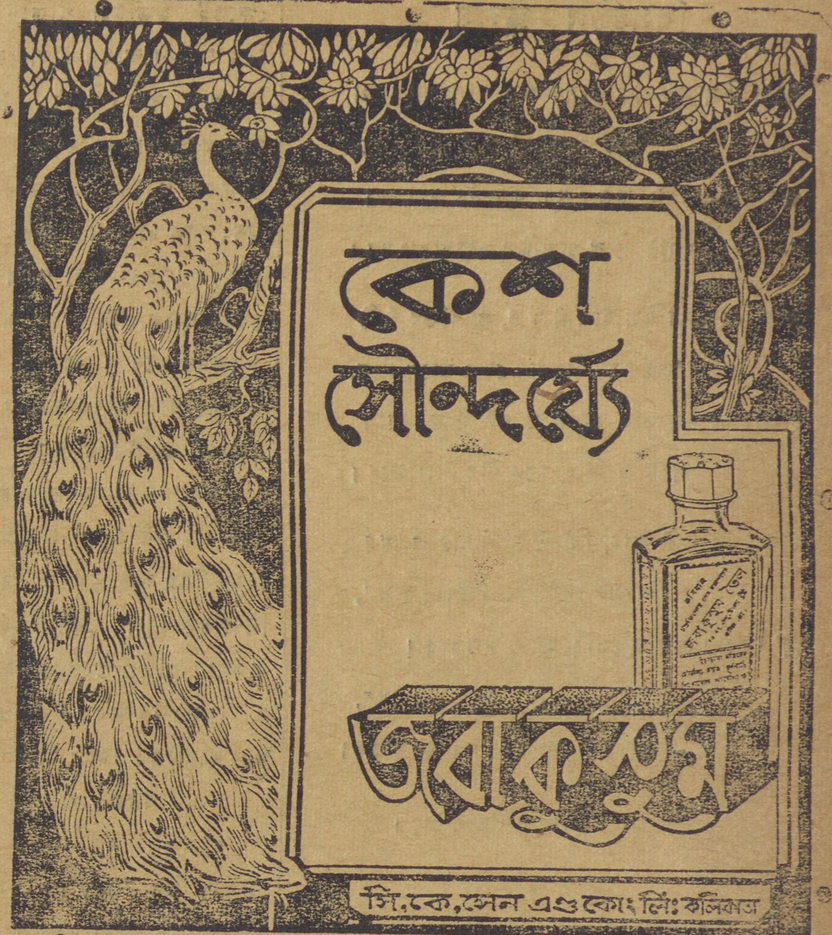

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত